সমকামীদের ভ্রান্ত দাবি ও নাস্তিকদের মিথ্যাচার

by Farhad Hossain,

Faridpur Medical College

অধ্যায়-১

সত্যের একটা বৈশিষ্ট্য হল যে সত্য সবসময় উৎকৃষ্ট ও সঠিক বিষয়ের পক্ষেই থাকে , সত্য কখনোই কোন ভুল ও নিকৃষ্টের পক্ষ নেয় না। এইজন্যই মূলত যারা সমাজে নিকৃষ্ট কর্মকান্ডের প্রচার করতে যায় তখন তারা মূলত মিথ্যার আশ্রয়ই নেয়। ইতিহাস তারই সাক্ষী।

তাই স্বাভাবিকভাবেই সমকামী ও নাস্তিকরা তাদের হীন স্বার্থ চরিতার্থ করার জন্য অনেক মিথ্যার আশ্রয় নিয়েছে। মুক্তমনার প্রতিষ্ঠাতা নাস্তিক ব্লগার অভিজিত রায় তার 'সমকামিতা:একটি বৈজ্ঞানিক এবং সমাজ-মনস্তাত্ত্বিক অনুসন্ধান' বইয়ে বিজ্ঞান নিয়ে অনেক মিথ্যাচার করেছেন।এই বইয়ে তিনি সমকামিতা সম্পর্কিত পুরনো কিছু বৈজ্ঞানিক গবেষণার কথা উল্লেখ করেছেন যা কিনা পরবর্তীতে বিজ্ঞানীরা ভুল প্রমাণ করেছেন। আমি এখানে সমকামীদের প্রচারিত প্রধান কিছু ভ্রান্ত বৈজ্ঞানিক দাবির কথা তুলে ধরব, ইনশা'আল্লাহ্ ।

ভ্রান্ত দাবি-০১: "একজন মানুষ সমকামী হয়ে জন্মাতে পারে"

সমকামীরা তাদের হীন দাবি বাস্তবায়ন করার জন্য কয়েকজন বিজ্ঞানীর ভুল রিসার্চের আশ্রয় নিয়েছিল এবং এখনো নিচ্ছে। যেমন নাস্তিকদের ব্লগ মুক্তমনার প্রতিষ্ঠাতা অভিজিত রায় তার 'সমকামিতা:একটি বৈজ্ঞানিক এবং সমাজ-মনস্তাত্ত্বিক অনুসন্ধান' বইয়ে' বিজ্ঞান নিয়ে উল্টা-পাল্টা ও ভুল কথা বলেছেন। জন্মগতভাবে সমকামী হবার সম্ভাবনার কথা বলতে গিয়ে অভিজিত রায় বলেছেন--

" আরেকটি ইঙ্গিত পাওয়া গেছে Dean Hamer এর সাম্প্রতিক গবেষণা থেকে।ডিন হ্যামার তার গবেষণায় আমাদের ক্রোমোজোমের যে অংশটি (Xq28) সমকামিতা ত্বরান্বিত করে তা শনাক্ত করতে সমর্থ হয়েছেন১।"

তিনি শুরুতেই মিথ্যা বলেছেন। কারণ Dean Hamer এর এই ভুল গবেষণা সাম্প্রতিক না।এটা প্রায় ২১ বছরের পুরনো গবেষণা !উনি কি উনার বই কপি-পেস্ট করে লিখেছেন নাকি ? সাম্প্রতিক গবেষণা বলে আসলে তিনি পাঠককে আকর্ষণই করতে চেয়েছেন।

কেউ জন্মগতভাবে সমকামী হতে পারে না:-

' জন্মগতভাবে সমকামী হওয়া যায়- এই দাবির পক্ষে যার গবেষণাকে শক্তিশালী প্রমাণ হিসেবে পেশ করার চেষ্টা করা হয় তিনি হলেন Dr. Dean Hamer।

১৯৯৩ সালে বিখ্যাত সায়েন্টিফিক ম্যাগাজিন 'Science' Dr. Dean Hamer এর সমকামীতা নিয়ে স্টাডির বিষয়ে এক আর্টিকেল প্রকাশ করে। সে আর্টিকেলে বলা হয় যে,সমকামীতা বৈশিষ্ট্যের জন্য হয়তো কোন জিন দায়ী হতে পারে।ব্যস,সমকামীরা তো খুশিতে পাগল হয়ে গেল এই স্টাডি পড়ে।আর সমকামীদের পক্ষের মিডিয়া মাধ্যমগুলো এটা প্রমোট করা শুরু করল।

প্রথমে শুরু করল National Public Radio,এরপর Newsweek আরো রংচং মেখে 'Gay gene?' শিরোনামে আর্টিকেল প্রকাশ করল,এরপর দ্য ওয়াল স্ট্রিট জার্নাল আরো রংচং লাগিয়ে খবরটা ছড়িয়ে দিল[১]।অসৎ মিডিয়ার মত খারাপ জিনিস কমই আছে। Dr. Dean Hamer সাহেবকে মিডিয়া 'Gay gene এর জনক বানিয়ে ফেলেছিল এরা।আসলে Dr. Dean Hamer এর গবেষণাকে ভুলভাবে উপস্থাপন করা হয়েছে। অবশ্য পরে Dr. Dean Hamer এই বলে তার অবস্থান পরিস্কার করেছেন-----

" আমরা (গবেষণার) বংশবিবরণ থেকে যে simple Mendelian inheritence পাব বলে ভেবেছিলাম তা পাইনি। আসলে , আমরা একটাও সিঙ্গেল ফ্যামিলিতে হোমোসেক্সুয়ালিটি সুস্পষ্টভাবে কখনোও পাইনি যা কিনা মেন্ডেল তার pea plant এর গবেষণায় পেয়েছিলেন।[২] "

Dr. Dean Hamer এর গবেষণাকে অনেক বিজ্ঞানী ভুল প্রমাণ করেছেন।আমি কয়েকটা সফল রিসার্চের কথা বলছি---

১) মানবজাতি জেনেটিক্সের ফিল্ডে এক বিরাট বড় অর্জন করে যখন তারা 'The Human Genome' প্রজেক্ট কমপ্লিট করে।এই প্রজেক্ট শুরু হয়েছিল ১৯৯০ সালে এবং শেষ হয় ২০০৩ সালে। এই প্রজেক্টের মাধ্যমে মানুষের জেনেটিক কোডের সিকুয়েন্সগুলোকে ম্যাপিং করার উদ্দেশ্যে এটি তৈরী করা হয়।[3]কিন্তু এই প্রজেক্ট দিয়ে তথাকথিত 'Gay gene' কে আইডেন্টিফাই করা সম্ভব হয়নি।[৩]

২) X ও Y হল মানুষের সেক্স ক্রোমোসোম।X ক্রোমোসোম ১৫৩ মিলিয়ন base pairs এবং ১১৬৮টি জিন ধারণ করে।X ক্রোমোসোমের থেকে ছোট ক্রোমোসোম Y তে আছে ৫০ মিলিয়ন base pairs এবং ২৫১টি জিন।এই ক্রোমোসোমগুলোকে নিয়ে গবেষণা করেছে Baylor University,The Max Planck University ,The Sanger Institue,Washington University মিলিয়ন মিলিয়ন ডলার এবং প্রচুর সময় খরচ করে এবং তাদের রিসার্চে তারা 'Gay gene' এর অস্তিত্ব X ক্রোমোসোমেও পায়নি , Y ক্রোমোসোমেও পায়নি[৪]।

৩) 'Gay gene' এর স্রষ্টা বলা হয় যাকে,সেই Dr. Dean Hamer 'Gay gene' এর কথা অস্বীকার করেছেন। 'Scientific American' Magazine তাকে যখন জিজ্ঞেস করে যে সমকামীতা কি বায়োলজিতে solely rooted?তখন তিনি বলেছিলেন---

"Absolutely not.From twin studies,we already know that half or more of the variability in sexual orientation is not inherited.Our studies try to pinpoint the genetic factors ... not negate the psychosocial factors."[৫]

8)Dr. George Rice নামের আরেকজন বিজ্ঞানী পরবর্তীতে ডিন হ্যামারের মত একই গবেষণা করেছিল।কিন্তু Dr. George এই গবেষণা থেকে কোন পজিটিভ ফলাফল লাভ করতে পারেন নি। Dr. George Rice তার গবেষণার ফলাফল সম্পর্কে বলেন---

" আমাদের গবেষণার তথ্যউপাত্ত এমনকোন জীনের উপস্থিতিকে সমর্থন করে না যা কিনা Xq28 পজিশন দ্বারা sexual orientation কে শক্তিশালীভাবে প্রভাবিত করতে পারে।"[৬]

৫) Dr.Neil Whitehead বায়োকেমেস্ট্রির পি এইচ ডি প্রাপ্ত একজন অধ্যাপক। উনি এই বিষয় নিয়ে প্রচুর গবেষণা করেছেন যা বিজ্ঞান মহলে সমাদৃত হয়েছে। উনি জন্মগতভাবে সমকামী হওয়ার সম্ভাবনাকে উড়িয়ে দিয়ে বলেন,

"সমকামিতা জন্মগত নয়, জিনেটিক দ্বারা নির্ধারিতও নয় এবং সমকামিতা অপরিবর্তনশীলও নয়। "[৭]

এছাড়া সমকামীরা Drs. J. Michael Bailey,Richard C. Pillard এর পুরোনো Twin Studies রিসার্চকেও দাবি প্রমাণে ব্যবহার করে। অথচ এই স্টাডি উল্টো আরো প্রমাণ করে যে সমকামিতা জন্মগত নয়। আসলে শুধু জীন দ্বারা মানুষের যৌনতার ভুৎপত্তি নির্ধারিত হয় না। কেউ জন্মগতভাবে Heterosexual ও না আবার কেউ জন্মগতভাবে Homosexualও না।বরং মানুষ যৌন আচরণ করতে শিখে পরিবেশ থেকে , বায়োলজিরও ভূমিকা আছে এইক্ষেত্রে।[৭] [এই বিষয়টা আমি অধ্যায়-২ এ ব্যাখ্যা করেছি বিস্তারিত। সেটা পড়লে আরো বিস্তারিত ধারণা পাবেন]

তথ্যসূত্রঃ--

[১]www .narth.org/docs/istheregene.html

[২]Hamer and copeland,page-104

[৩]How it works,issue 49

[8]www .trueorigin.org/gaygene01.asp

[৫] 'New Evidence of a gay gene' by AnastasiaTouefexis,Time ,November 13,1995,vol. 146,issue 20,p.95

[৬]George Rice, et al., “Male Homosexuality: Absence of Linkage to Microsatellite Markers at Xq28,” Science, Vol. 284, p. 667.

[৭]Neil and Briar Whitehead ,My Genes Made me Do it!,page 9

[৮] **Error! Hyperlink reference not valid.**

সমকামীদের ভ্রান্ত দাবি-২: সমকামীদের ব্রেন বিষমকামীদের ব্রেন থেকে আলাদা।

অভিজিত রায় তার 'সমকামিতা:একটি বৈজ্ঞানিক এবং সমাজ-মনস্তাত্ত্বিক অনুসন্ধান' বইয়ে আরেকটি ভুল গবেষণার কথা উল্লেখ করেছেন।[১]

তিনি Dr. Simon LeVay এর একটা গবেষণার কথা বলেছেন যা কিনা পরবর্তীতে বিজ্ঞানী মহল প্রত্যাখ্যান করেছে। Dr. Simon LeVay তার এক রিসার্চে বলেছেন যে বিষমকামী পুরুষের হাইপোথ্যালামাসের Cluster cell INAH-3 এর সাথে সমকামীদের হাইপোথ্যালামাসের Cluster cell INAH-3 এর পার্থক্য আছে আর তাই সমকামিতা জন্মগতভাবে লাভ করা সম্ভব।[২] অথচ তার গবেষণা ছিল দুর্বল। তিনি যে সমকামীদের নিয়ে গবেষণা করেছিলেন তারা আবার এইডসের কারণে মৃত্যুবরণ করেছিল। তাই তার গবেষণার সাবজেক্টগুলোর শুদ্ধতা নিয়েও প্রশ্ন উঠেছিল। Dr. A. Dean Byrd , LeVay এর গবেষণার সমালোচনা করে বলেন--

" প্রফেসর Breedlove তারা গবেষণার সারাংশে বলেছেন যে, ব্রেন স্থির অঙ্গ নয়। এটি পরিবর্তিত হয় এবং ব্যবহারের সাথে নিজেকে খাপ খাওয়ায়।তার রিসার্চ অনুযায়ী এটা বিশেষত যৌন ব্যবহারের ক্ষেত্রে ঘটে। তাই যখন কেউ একটা বিশেষ কাজ বার বার করতে থাকে তখন নির্দিষ্ট একটা নিউরাল পথ শক্তিশালী হয়।যেহেতু ব্রেন একটা ফিজিক্যাল অঙ্গ ,তাই যখন এই নিউরাল পথগুলো শক্তিশালী হয় ,তখন এটি ব্রেনের রসায়নে প্রতিফলিত হয়। যে বার বার বাস্কেটবল খেলে তার মস্তিষ্ক এর সাথে রকেট সাইন্স নিয়ে পড়াশুনা করা ব্যক্তির মস্তিষ্কের পার্থক্য থাকবে। তেমনিভাবে , একজন সমকামী ব্যক্তির ব্যবহারও তার মস্তিষ্কের গঠন পরিবর্তন করে দেয়। তাই LeVay এর মত স্টাডি যদি গ্রহণযোগ্যও হয় ,তাহলেও দেখা যাবে যে এই স্টাডি যা বলছে ব্রেন সম্পর্কে, তা বিজ্ঞান আগে থেকেই জানে।"[৩]

অর্থাৎ LeVay এর স্টাডি নতুন কিছুই প্রমাণ করতে পারে নি। অবশ্য ২০০১ সালে LeVay তার গবেষণার ব্যর্থতা স্বীকার করে বলেছেন--

" আমি যা পাই নি তা বলার প্রয়োজনবোধ করছি।আমি প্রমাণ করিনি যে, সমকামিতা জেনেটিক এবং আমি সমকামিতার জেনেটিক কোন কারণ বের করিনি।আমি প্রমাণ করিনি যে সমকামীরা জন্মগতভাবেই এইরকম যা মানুষ আমার কাজের ভুল ব্যাখ্যা করে বলে। না আমি ব্রেনে কোন সমকামী কেন্দ্রে আবিষ্কার করেছি।"[৪]

অভিজিত রায়ের মত মানুষেরাই এভাবেই বিজ্ঞানের ভুল ব্যাখ্যা দিয়ে আসছে। কি আর করার সমকামী নাস্তিকদের মিথ্যার আশ্রয় গ্রহণ করা ছাড়া অন্য কোন উপায় তো নেই, সত্য যে তাদের পক্ষ নিবে না!

তথ্যসূত্র:-

[১] **Error! Hyperlink reference not valid.**

[২]Simon LeVay, The Sexual Brain (Cambridge, Mass.: The MITPress, 1993), p. xii.

[৩]Dr. A. Dean Byrd and Stony Olsen, “Homosexuality: Innate and Immutable?” Regent University Law Review, Vol. 14, pp. 516-517. (Original footnotes omitted.)

[8] D. Nimmons, "Sex and the brain," Discover (March 1994), 64-71.

সমকামীদের ভ্রান্ত দাবি-৩ - Animals Do It, So It's Natural, Right?

সমকামীরা প্রায়ই এই দাবি করে যে,"পশুরা যেহেতু সমকামী হতে পারে সেহেতু এটা ন্যাচারাল।আর তাই মানুষের পক্ষেও সমকামিতা স্বাভাবিক!!!"

প্রথমত আমাদের এটা জানতে হবে যে , পশুদের মাঝে কোন সমকামিতার প্রবৃত্তি (Homosexual Instinct) নেই।

Antonio Pardo, Professor of Bioethics at the University of Navarre, Spain পশুদের সমকামী হওয়ার বিষয়টিকে অস্বীকার করে বলেন-----

" সঠিকভাবে বলতে গেলে, পশুদের মাঝে সমকামিতার কোন অস্তিত্ব নেই। বংশবৃদ্ধি করার প্রবৃত্তি থেকে পশুরা সবসময় বিপরীত লিংগের প্রতি আকৃষ্ট হয়। তাই একটা পশু কখনোই সমকামী হতে পারে না"[১]

আসলে সমকামীদের এই দাবিটা খুবই হাস্যকর ও অযৌক্তিক।সমকামীদের এই দাবি করার আগে বুঝা উচিৎ ছিল যে Human Nature আর Animal Natrure এক না। Animal Natrure এর সাথে Human Nature এর তুলনা করে তারা প্রমাণ করল যে তারা বিজ্ঞান সম্পর্কে অজ্ঞ।পশুদের মাঝে হোমোসেক্সুয়াল বিহেভিয়ার দেখে তারা ভেবেছে যে ," মানুষ এই কাজ করলে কি সমস্যা?" সমস্যা আছে।

প্রথমত তাদের এই তুলনা করাই ঠিক হয় নাই।আচ্ছা ,সমকামীদের জিজ্ঞেস করছি পশুদের মাঝে "filicide" ও "cannibalism" নামক বিহেভিয়ার দেখা যায়। filicide হয় যখন একজন পশু তার সন্তানকে খেয়ে ফেলে আর cannibalism হয় যখন কোন পশু তাদের নিজ প্রজাতির কোন সদস্যকে খেয়ে ফেলে।উদাহরণ হিসেবে বলা যায়, বিড়ালদের মাঝে filicide বৈশিষ্ট্যটি দেখা যায়। Sarah Hartwell বিষয়টি এইভাবে ব্যাখ্যা করেছেন----

" বেশিরভাগ স্ত্রী বিড়াল তাদের বাচ্চাদের ক্ষতি না করার জন্য নিজেদেরকে "play mode" ও "hunt mode" এ নিয়ে যেতে পারে। পুরুষ বিড়ালে "hunt mode" বন্ধ করার প্রক্রিয়াটা অসম্পূর্ণ এবং যখন তারা খেলার মাধ্যমে উত্তেজিত হয়ে যায় তখন তাদের শিকার করার প্রবৃত্তিটা জেগে উঠে এবং তারা তাদের বাচ্চাদের মেরেও ফেলতে পারে।"[২]

মূলত বিড়ালের ছানাদের আচরণের কারণে পুরুষ বিড়াল তাদেরকে শিকার ভেবে ভুল করে এবং এর ফলে পুরুষ বিড়ালের শিকার করার প্রবৃত্তি জেগে উঠে।

আর cannibalism এর বিষয়টি Iran Nature and Wildlife Magazine এইভাবে ব্যাখ্যা করেছে-----

" Cannibal is an animal which feeds on others of its own species........ Around 140 different species show cannibalistic tendencies under various conditions."[৩]

পশুদের বিভিন্ন প্রজাতিকে এই দুইটা কাজ করতে করতে দেখা যায় ,তো এখন কি এই কাজ করা আমাদের জন্যও স্বাভাবিক হবে?নরখাদকদের তাহলে মানুষ খাওয়ার বৈধতা দিয়ে দিন।সমকামী + নাস্তিকরা হয়তো ভবিষৎ এ বলবে, " জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ করার নিমিত্তে আমাদের বেশি বেশি মানুষ খাওয়া উচিৎ!কারণ প্রাণীরা এই কাজ করে ! " Black Widow মাকড়সা যেমন শারীরিক সম্পর্ক শেষ হয়ে গেলে পুরুষ মাকড়সাকে খেয়ে ফেলে তেমনি সমকামী নাস্তিকরাও হয়তো নিজেদের শয্যাসংগীকেও খাওয়ার দাবি জানাবে!

এইসব দাবি যেমন হাস্যকর লাগছে,সমকামিতা বৈধ করার দাবিটিও এইরকম। আর কে নাকি সমকামিতাকে বৈধতা দেয়ার পার্থেনোজেনেসিসকে টেনে এনেছে।সে পার্থেনোজেনেসিসের কথা টেনে এনে যে কত বড় বোকামি করেছে তা নিশ্চয় এখন বুঝতে পেরেছেন।সমকামী + নাস্তিক ভায়াদের বুঝা উচিৎ Human Sex ও Animal Sex এক জিনিস না। Ethologist Cesar Ades, Human Sex ও Animal Sex এর পার্থক্যগুলো বুঝাতে গিয়ে বলেছেন----

" Human beings have sex one way, while animals have it another.Human sex is a question of preference where one chooses the most attractive person to have pleasure. This is not true with animals. For them, it is a question of mating and reproduction.

There is no physical or psychological pleasure...... The smell is decisive : when a female is n heat, she emits a scent, known as pheromone. This scent attracts the attention of the male, and makes him want to mate. This is sexual intercourse between animals. It is the law of nature. " [3]

" মানুষ যৌন সঙ্গম করে একভাবে আর পশুরা করে আরেকভাবে। মানুষের সঙ্গম হয় পছন্দের ভিত্তিতে যেখানে একজন সবচেয়ে আকর্ষণীয় ব্যক্তিকে পছন্দ করে সঙ্গম করার জন্য। এটা পশুদের ক্ষেত্রে সত্য নয়। তাদের জন্য সঙ্গম করার লক্ষ্য হল বংশবৃদ্ধি করা। শারীরিক বা মানসিক সুখ অর্জন করা তাদের সঙ্গমের লক্ষ্য নয়। "[৪]

Cesar Ades এর দারুণ ব্যাখ্যার পর আর এই বিষয়ে আর কিছু বলার প্রয়োজনবোধ করছি না।

এখন আসি ,পশুদের Homosexual behaviour এর বিষয়ে।আগেই বলেছি যে পশুদের সমকামিতার প্রবৃত্তি নেই। পশুদের মাঝে Homosexual behaviour দেখা যায় সেটা "filicide" ও "cannibalism এর মতই এবনরমাল। কারণ পশুরা অনেক সময় যৌন সঙ্গী নির্ধারণ করতে গিয়ে ভুল করে। কারণ পশুরা আমাদের মত বুদ্ধিমান প্রাণী না ,এরা যৌন সঙ্গী নির্ধারণ করতে স্বাদ, গন্ধ ,স্পর্শ ও শব্দ ব্যবহার করে ,আমাদের মত বুদ্ধি ব্যবহার করে না।উদাহরণ হিসেবে কুকুরের কথা বলা যায়। কোন male dog যদি কোন estrus female dog এর সাথে সঙ্গম করে আসে তাহলে সে male dog অন্য আরেক male dog কে আকর্ষণ করে,কারণ estrus female dog এর সাথে সঙ্গম করার ফলে male dog , estrus female dog এর Scent বহন করে যা অন্যান্য male dog দের বিভ্রান্ত করে।কুকুর নিজেরা কিন্তু সমকামী না , তাদের যৌন সংগী নির্ধারণ করার দুর্বলতার কারণেই তারা একই লিংগের কুকুরের দ্বারা আকৃষ্ট হয় যা এবনরমাল বিহেভিয়ার হিসেবেই গণ্য হয়।

কুকুরের ঘটনাটা এইভাবে ব্যাখ্যা করা হয়েছে---

"Not surprisingly, the smell of a female dog in heat can instigate a frenzy of mounting behaviors. Even other females who are not in heat will mount those who are .Males will mount males who have just been with estrus females if they still bear their scent.... And males who catch wind of the estrus odor may mount the first thing (or unlucky

person) they come into contact with."[৫]

তাই পশুদের এইরকম আচরণ দেখে পশুকে সমকামী বলে ভারডিক্ট দেয়া হল চরম পর্যায়ের বোকামি।

আরো ব্যাখ্যা দিতে পারি।কিন্তু যা দিয়েছি তাই যথেষ্ট মনে হয়েছে।আশা করি সবাই বুঝতে পেরেছেন।না বুঝতে পারলে কোটেশনগুলো খুব মনোযোগ দিয়ে পড়ুন।

সবশেষে সমকামী ও নাস্তিকদের একটা কথা বলব ---

" Irrational Animal Behavior is No Blueprint For Rational Man. "

তথ্যসূত্রঃ-

[1]Sarah Hartwell, Cats that kill kittens

[2]cannibalism in animals (Our emphasis)

[3]] "Cachorro Gay?"

[4]Ibid. (Our emphasis.)

[5]Frans B. M. de Waal, "Bonobo Sex and Society," Scientific American, Mar. 1995, pp.

82-88

[6]Antonio Pardo, "Aspectos mŽdicos de la homosexualidad," Nuestro Tiempo, Jul.-Aug.

1995, pp. 82-89.

সমকামীদের ভ্রান্ত দাবি-৪

" জনসংখ্যার শতকরা ১০ ভাগ হল সমকামী "

সমকামিরা প্রচার চালিয়েছিল যে জনসংখ্যার একটা বড় অংশ সমকামী , তাই এটা স্বাভাবিক ! এই মিথ্যাচারের উৎস হল কুখ্যাত একজন Sex Researcher , Alfred Kinsey এর একটা রিসার্চ[১]। Kinsey ১৯৪৮ ও ১৯৫৩ সালে তার এই রিসার্চটা প্রকাশ করেছিল এবং সেই রিসার্চের ভিত্তিতেই সমকামীরা এই অপপ্রচার চালাচ্ছে। কিন্তু এই রিসার্চটার সমালোচনা খুব বেশি হয়েছে কারণ এই ধরনের রিসার্চের জন্য যেসব শর্ত পূরণ করা উচিত তা তিনি ভালভাবে পূরণ করতে পারেন নি[২]।তাই তার এই রিসার্চটাও গ্রহণযোগ্যতা হারিয়েছে।

বর্তমানের কিছু রিসার্চ থেকে আমরা জানতে পারি যে exclusive সমকামীদের (যারা attractions, behavior,

ও self-identifcation এর দিক দিয়ে সমকামী) সংখ্যা খুবই কম। একটা গ্রহণযোগ্য রিসার্চে দেখা গিয়েছে যে exclusive সমকামীদের মধ্যে পুরুষ হল মাত্র ০.৬% এবং নারী হল ০.২%[৩] ! আমেরিকার মত দেশে যেখানে সমকামীদের সংখ্যা খুব বেশি বলে ধারণা করা হয় সেখানেও জরিপ চালিয়ে দেখা গিয়েছে যে সমকামীদের সংখ্যা খুবই কম। আমেরিকায় Sexual Practice এর সবচেয়ে গ্রহণযোগ্য স্টাডি করেছিল National Health and Social Life Survey (NHSLS) । NHSLS এর স্টাডিতে দেখা গিয়েছে যে মোট জনসংখ্যার মাত্র ২.৮% পুরুষ এবং ১.৪% নারী হল সমকামী[৪] । নিম্নে NHSLS এর স্টাডির ফলাফল চিত্রের সাহায্যে দেখানো হল--

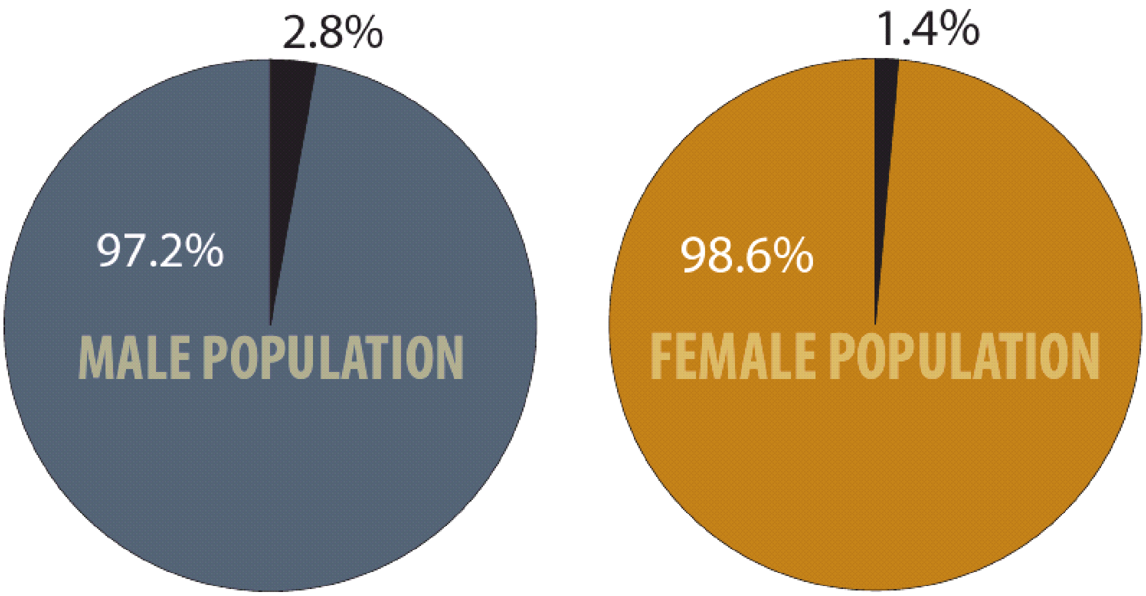

The NHSLS found that 2.8% of the male population identify themselves as gay or bisexual.

The NHSLS found that 1.4% of the female population identify themselves as gay, lesbian, or bisexual.

' সমকামীদের সংখ্যা বেশি ,তাই এটা স্বাভাবিক ও বৈধ আচরণ ' -- সমকামীরা সাধারণ মানুষদের এই কথা বুঝানোর জন্যই এই মিথ্যাচার করেছিল। কিন্তু তারা সফল হতে পারেনি।

তথ্যসূত্র:-

১)For two book-length critiques of Kinsey's research and his ethics—or lack thereof—see Judith A. Reis-man and Edward W. Eichel, Kinsey, Sex and Fraud: The Indoctrination of a People (Lafayette, La.: Hun-tington House, 1990); and Judith A. Reisman, Kin-sey: Crimes & Consequences: The Red Queen and the Grand Scheme (Arlington, Va.: Institute for Media Education, 1998).

২)Edward O. Laumann, John H. Gagnon, Robert T. Michael, and Stuart Michaels, The Social Organiza-

tion of Sexuality: Sexual Practices in the United States (Chicago: University of Chicago Press, 1994), p. 35. See also Robert T. Michael, John H. Gagnon, Ed-ward O. Laumann, and Gina Kolata, Sex in America: A Defnitive Survey

(Boston: Little, Brown and Co.,

1994), pp. 17-19.

৩)Laumann, et al., The Social Organization of Sexuality, p. 312.

8)Lawrence v. Texas, Docket No. 02-102 (U.S. Supreme Court), brief of amici curiae Human Rights Campaign et al., 16 January 2003, p. 16 (footnote 42).

সমকামীদের ভ্রান্ত দাবি-৫ : " সমকামীরা Heterosexual হতে পারে না। "

সমকামীদের আরেক বিভ্রান্তি হল যে সমকামিতা হল অপরিবর্তনীয় ! এটা একটা ভুল ধারণা। সমকামীরা যেমন বিষমকামী হতে পারে , তেমনি বিকৃত মনের অধিকারী বিষমকামীরাও সমকামী হতে পারে। কিন্তু এখানে একটা বড় বিষয় বিষমকামীদের তুলনায় সমকামীরাই নিজেদের বেশি পরিবর্তন করে। নিচের ফিগারটি দেখলে এটা বুঝতে পারবেন--

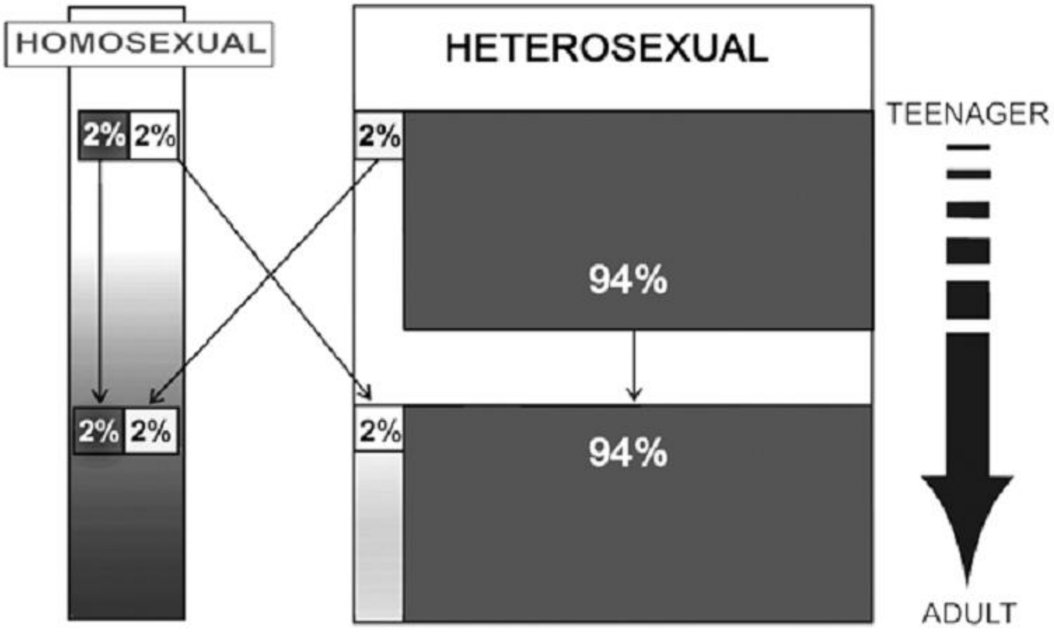

Figure-1:Showing natural movement between sexual orientations

এই ফিগারে দেখা যাচ্ছে যে টিনএজার সমকামীদের প্রায় অর্ধেকই বিষমকামী হয়ে যায় পরবর্তীতে অর্থাৎ ৪% টিনএজার সমকামীদের প্রায় ২% বিষমকামী হয়। অপরদিকে ৯৬% বিষমকামী টিনএজারদের মধ্যে মাত্র ২% পরবর্তীতে সমকামী হয়।[১]

নিচে আরো দুটি ফিগার দিচ্ছি যাতে বিষয়টা পরিষ্কার হয় --

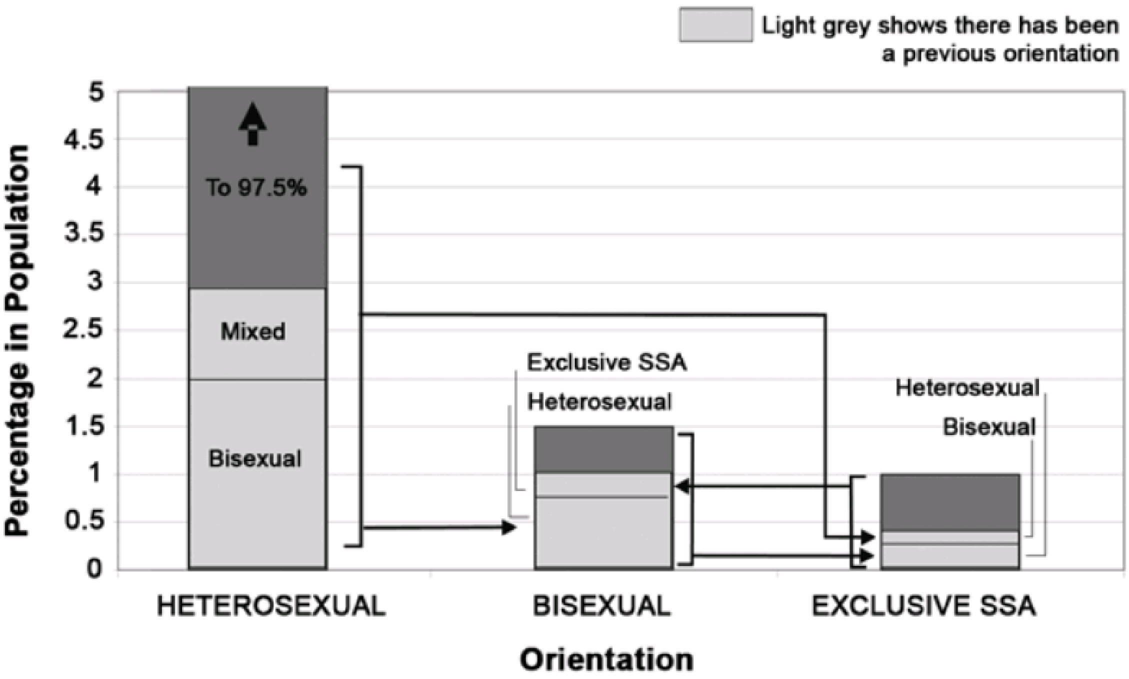

Figure-2:Movement of male adults between homosexuality and heterosex-uality over a lifetime. Most movement is towards heterosexuality. Within each vertical column light grey labelled blocks indicate the previous orien-tation[২]

ফিগার-২ এ পুরুষদের সেক্সুয়াল ওরিয়েন্টেশন দেখানো হয়েছে, (SSA=Same Sex Attraction)

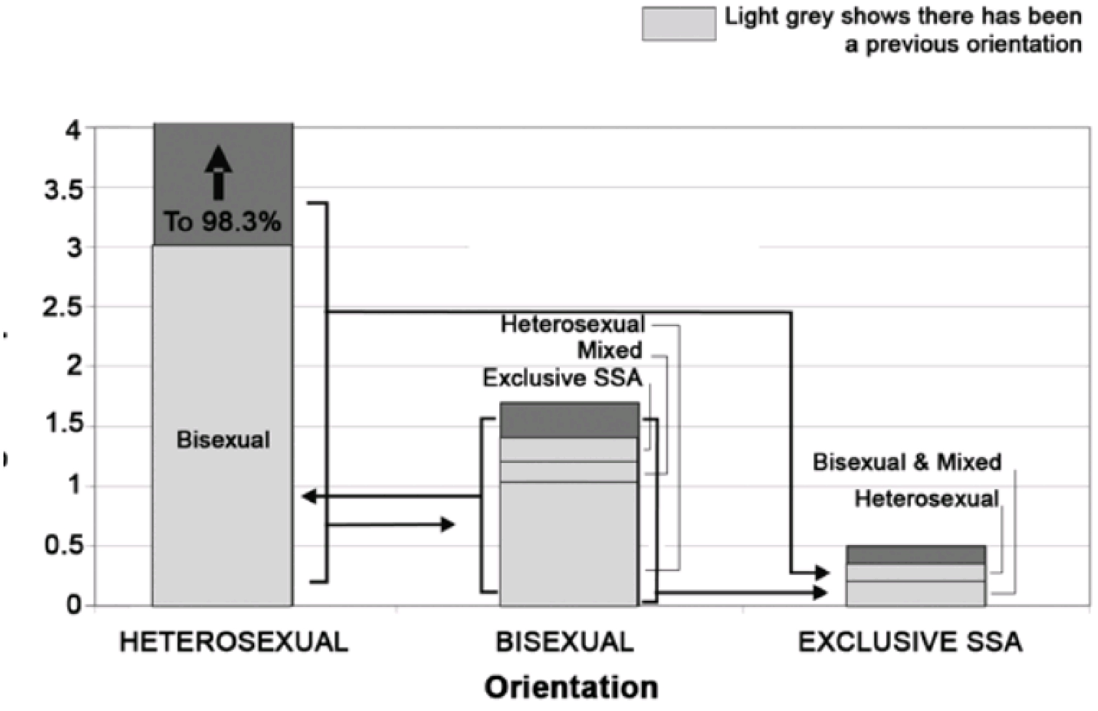

Figure-3:Movement of female adults between lesbianism and heterosexu-ality. Most movement is towards heterosexuality[২]

ফিগার-৩ এ নারীদের সেক্সুয়াল ওরিয়েন্টেশনের পরিবর্তন দেখানো হয়েছে। (SSA=Same Sex Attraction)

ফিগার-২ ও ফিগার-৩ দেখে যে সিদ্ধান্তগুলো নেয়া যায়--

১) বেশিরভাগ পরিবর্তন হল Heterosexuality এর দিকে।

২) যারা Heterosexuality তে পরিবর্তিত হচ্ছে তাদের সংখ্যা Bisexual ও exclusive SSA (SSA=Same Sex Attraction) এর সংখ্যার সমষ্টির থেকেও বেশি!

এই জরিপগুলো দেখলে সহজেই বুঝা যায় , সমকামিতা কোন স্থির অবস্থা নয় বরং এটা পরিবর্তনশীল। অপরদিকে বিষমকামীদের নগণ্য পরিবর্তন দেখে বলা যায় যে বিষকামিতা হল স্থির অবস্থা। এর দ্বারা প্রমাণিত হয় যে সমকামিতা হল একটা অস্বাভাবিক অবস্থা কারণ অস্থিরতা হল অস্বাভাবিক অবস্থার একটা বৈশিষ্ট্য।

তথ্যসূত্র:-

[১]Bell AP, Weinberg MS, Hammersmith SK. 1981. Sexual Preference: Its Development In Men and Women. Bloomington, Indiana: Indiana University Press

[২]Kinnish KK, Strassberg DS, Turner CW. 2005. Sex differences in the fexibility of sexual orientation: a multidimensional retrospective assessment. Archives of Sexual Behavior 34:175-83

অধ্যায়-২

Homosexuality ও Heterosexuality এর মধ্যে পার্থক্য:-

Homosexuality উভয়ের পেছনেই জিনেটিক প্রভাব নেই।আসলে জীন আমাদেরকে নিয়ন্ত্রণ করে না বরং জীন আমাদের একটা অবস্থার জন্য প্রস্তুত করে[১], যেমন ধরুন- জীন একজন ব্যক্তিকে লম্বা করতে পারে কিন্তু জীন একজন বাস্কেটবল প্লেয়ার বানাতে পারে না, বরং লম্বা ব্যক্তিকে বাস্কেটবল প্লেয়ার হওয়ার জন্য প্রশিক্ষণ নিতে হয়। তেমনি জীন আমাদের সঙ্গম করার জন্য প্রস্তুত করে কিন্তু আমরা কিভাবে সঙ্গম করব সেটা জীন নির্ধারণ করতে পারে না, সেটা নির্ধারিত হয় ব্যক্তির দ্বারা। অর্থাৎ Homosexuality হল 'matter of choice' I

কিন্তু Heterosexuality এর পেছনে বায়োলজিক্যাল ও Environmental প্রভাব আছে।মানুষের জন্য Heterosexual হওয়া হল স্বাভাবিক কারণ Heterosexuality এর সাথে মানুষের Survival instinct ও reproductive instinct এর সম্পর্ক আছে। মানুষের জন্য Survival instinct ও reproductive instinct গুরুত্বপূর্ণ কারণ এই দুটা ছাড়া মানুষের অস্তিত্বই বিলীন হয়ে যাবে। অথচ Homosexuality এর সাথে এই দুই instinct এর কোন সম্পর্কই নেই! সমকামীরা সঙ্গম করার পর অসুস্থতা ছাড়া অন্য কোন ফলাফল পায় কি ? না পায় না। অর্থাৎ তারা ইনপুট করে ঠিকই কিন্তু কোন আউটপুট পায় না ! এর কারণ হল যে তারা ভুল বায়োলজিক্যাল তথ্য ইনপুট করছে মানব শরীরে অথচ Heterosexual রা সঠিক বায়োলজিক্যাল তথ্য ইনপুট করছে বলে তারা বায়োলজিক্যাল আউটপুটও পাচ্ছে। এখানে একটা জিনিস লক্ষ্যণীয় যে সমকামীদের অস্তিত্ব Heterosexualদের অস্তিত্বের উপর নির্ভরশীল কিন্তু Heterosexualদের অস্তিত্ব সমকামীদের উপর নির্ভরশীল নয় কারণ সমকামীদের বংশবৃদ্ধি করার কোন ক্ষমতাই নেই , এইজন্য Homosexuality হল একটা ভঙ্গুর অবস্থা অথচ Heterosexuality হল একটা শক্ত অবস্থা। এ কারণে পৃথিবীর সব সমকামীদের যদি আপনি একটা দ্বীপে অবস্থান করতে দেন তাহলে এরা এমনিতে বিলুপ্ত হয়ে যাবে।

এছাড়া অন্যান্য রিসার্চের দ্বারা Homosexuality ও Heterosexuality এর মধ্যে যেসব পার্থক্যগুলো জানা যায়--

১)UCLA এর রিসার্চাররা তাদের একটি গবেষণায় দেখিয়েছেন যে , সমকামীদের যৌন সম্পর্ক দীর্ঘস্থায়ী হয় না।তাদের গবেষণায় দেখা গিয়েছে যে প্রায় ৫১% সমকামী পুরুষদের Relationship Status হল সিঙ্গেল , অথচ বিষমকামী পুরুষদের ক্ষেত্রে পরিমাণটা হল মাত্র ১৫%![২]

২) সমকামীরা বিষমকামীদের তুলনায় দ্বিগুণ যৌন সমস্যার মুখোমুখি হয়।[৩]

৩)সমকামীরা যদি কারো সাথে সম্পর্কও করে তবুও সেই সম্পর্ক বেশিদিন টিকে না। ৬০% সমকামী পুরুষদের সম্পর্ক ১ বছরেরও কম টিকে এবং বেশিরভাগ সমকামী নারীদের সম্পর্ক ৩ বছরেরও কম টিকে।[৪]

এছাড়াও Homosexuality এর আরো সমস্যা আছ। কিন্তু Heterosexuality এর সমস্যা এতটাই কম যে সেটাকে অগ্রাহ্য করা যায়।

এইজন্যই আমাদের শরীর তৈরী মূলত Heterosexuality এর জন্য। Dr. Neil Whitehead এই সম্পর্কে বলেন--

" যদি DNA তে কিছু প্রোগাম হতে যায় তাহলে আপনি ধরে নিতে পারেন যে সেটা Heterosexuality হবে।"[৫]

তথ্যসূত্র:-

[১]My genes made me do it! by Dr Neil Whitehead

[২]Charles Strohm, et al., “Couple Relationships among Lesbians, Gay Men, and Heterosexuals in

California: A Social Demographic Perspective,” Pa-per presented at the annual meeting of the Ameri-can Sociological Association, Montreal Conven-tion Center, Montreal, Quebec, Canada, (Aug 10, 2006): 18. Accessed at: http://www.allacademic.com/meta/p104912_index.html

[৩]Laumann EO, Paik A, Rosen RC. 1999. Sexual dysfunction in the United States: Prevalence and predictors. JAMA 281:537-44

[8]West DJ. 1977. Homosexuality Reexamined. London: Duckworth

[৫]My genes made me do it! by Dr Neil Whitehead page-79

সমকামিতা সৃষ্টির কারণ:-

সমকামিতা যেহেতু জন্মগত নয় তারমানে হল সমকামিতা সৃষ্টি হয় সমাজের ও পারিপার্শ্বিক অবস্থা দ্বারা। আমি এখানে কিছু 'সমকামিতার কারণ ' সংক্রান্ত কিছু গবেষণার কথা উল্লেখ করব--

১) বিকৃত নগরায়ন: সমকামিতা বিস্তারে বিকৃত নগরায়নের ভূমিকা আছে | নগরায়নে যদি বিকৃত ,অশ্লীল উপাদানের প্রভাব বেশি থাকে তাহলে সে নগরায়ন সমকামী সৃষ্টি করে। Laumann এর এক স্টাডি থেকে এই বিষয়টা প্রমাণিত হয়েছে। নিম্নে Laumann স্টাডির ফলাফল দেখানো হল--

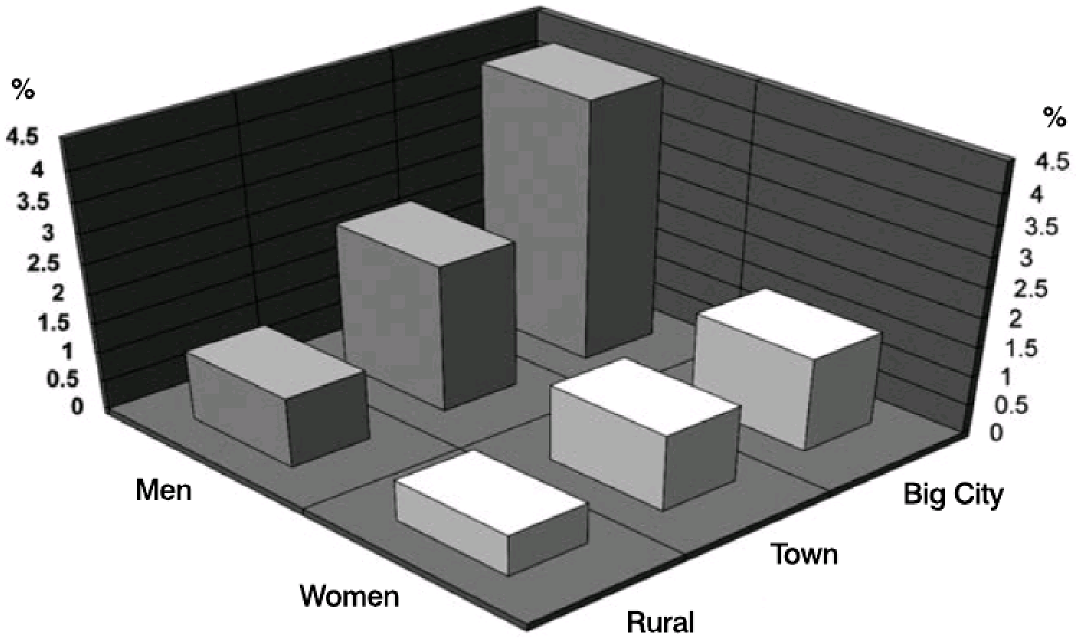

Figure-1: Laumann Study[১]

এই রিসার্চ থেকে দেখা যায় যে , বড় শহরের পরিবেশ সমকামিতা সৃষ্টিতে বড় ভূমিকা পালন করে গ্রাম্য পরিবেশের তুলনায়। পশ্চিমা দেশগুলোর বড় শহরগুলোর পরিবেশ খুবই অশ্লীল ও নোংরা।এজন্য সেখানে 'সমকামিতার' মত বিকৃত যৌন আচরণ দেখা যায়ও বেশি।

অর্থাৎ সমকামিতা বিস্তারে 'পরিবেশ' একটা গুরুত্বপূর্ণ ফ্যাক্টর।

২)পারিবারিক অবস্থা: বেশীরভাগ সমকামীদের পারিবারিক ইতিহাস ঘেটে দেখলে দেখা যায় যে তাদের সাথে হয় বাবা নাহলে মায়ের সাথে সম্পর্কে খারাপ অথবা তাদের মাতা-পিতার দাম্পত্য জীবন খারাপ।

শৈশবকাল সেক্সুয়াল ওরিয়েন্টেশন নির্ধারণে গুরুত্বপূর্ণ ভুমিকা পালন করে। কারণ শৈশবকালেই একজন শিশু অন্যকে অনুকরণ করতে শিখে। তাই কোন ছেলের সাথে যদি তার বাবার সাথে ছোটবেলায় খারাপ সম্পর্ক থাকে তখন সেই ছেলের মধ্যে পুরুষত্ব দুর্বলভাবে সৃষ্টি হয়।তেমনি ছোটবেলায় মেয়ের সাথে যদি তার মায়ের সম্পর্ক খারাপ হয়ে থাকে তখনও সেই মেয়ের মাঝে নারীসুলভ স্বভাব দুর্বলভাবে গঠিত হয়।[২] আর এর ফলে ছেলে ও মেয়ে উভয়েরই 'gender non-conformity' নামক সমস্যার সৃষ্টি হয়। "childhood gender non-conformity" একজন ব্যক্তিকে সমকামী করতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।[৩,৪]

৩)কৈশোরের যৌন কার্যক্রম:-

কৈশোরের যৌন কার্যক্রমের উপর যৌবনের যৌন কার্যক্রম অনেকাংশ নির্ভর করে। Van Wyk and Geist এর রিসার্চে দেখা যায় যে, বেশিরভাগ লেসবিয়ানরা পূর্বে নারীদের দ্বারা হস্তমৈথুন করেছে যায় তেমনি পুরুষদের ক্ষেত্রেও এই কথাটা প্রযোজ্য।[৫] অর্থাৎ কৈশোরের হোমোসেক্সুয়াল বিহেভিয়ারের কারণে অনেকে ভবিষৎ এ বিপরীত লিংগের দ্বারা আকৃষ্ট হয় না এবং উত্তেজিত হয় না। বিষয়টা আরো পরিষ্কার করে বুঝা যায় পর্ণ Addict দের দেখলে।এক গবেষণায় দেখা গিয়েছে যে পর্ণ এডিক্টরা বাস্তব জীবনের যৌনসংগী দ্বারা উত্তেজিত কম হয় কিংবা উত্তেজিত হতে সমস্যা হয়।[৬] এর কারণ হল আমাদের ব্রেন। আমাদের ব্রেনের Adaption ক্ষমতা প্রবল। যখন একজন পর্ণ Addict পর্ণ দেখে উত্তেজিত হয় তখন সে মূলত নিজেকে Graphic/Virtual Data দিয়ে উত্তেজিত করে আর ব্রেনও এটা এডাপ্ট করে নেয়। তাই যখন ব্রেন Real Data পায় তখন সেটা ঠিকভাবে Analyse করতে পারে না ফলে ব্যক্তি তার সঙ্গী দ্বারা প্রবলভাবে উত্তেজিতও হতে পারে না। সমকামীদের ব্যাপারটাও কিছুটাও এইরকম।শৈশব ও কৈশোরে তাদের বিকৃত যৌন আচরণের সাথে ব্রেন নিজেকে খাপ খাইয়ে নেয় ফলে পরবর্তীতে সে বিপরীত লিংগের দ্বারা উত্তেজিত হতে পারে না।

৪) যৌন নির্যাতন:- যৌন নির্যাতন সমকামিতা সৃষ্টির একটা গুরুত্বপূর্ণ কারণ। রিসার্চার Finkelhor তার এক গবেষণায় পেয়েছেন যে, যেসব অল্পবয়সী পুরুষ তাদের থেকে বয়সে বড় পুরুষদের দ্বারা যৌনভাবে নির্যাতিত হয়েছে তাদের সমকামী হবার হবার সম্ভাবনা চারগুণ বেশি।[৭] আরেক রিসার্চে দুই-তৃতীয়াংশ লেসবিয়ান বলেছে যে তারা পুরুষদের দ্বারা যৌনভাবে নির্যাতিত হয়েছিল বার বছর বয়সের পর, বিষমকামীদের ক্ষেত্রে এর পরিমাণ হল ২৮%।[৮]

শিশু যৌন নির্যাতনের এক রিপোর্টে ১২%-৩৭% সমকামী বলেছে যে তাদের এই নির্যাতনের অভিজ্ঞতা আছে।[৯]

একনজরে সমকামিতা সৃষ্টির কারণ:- একটা স্টাডিতে[১০] সমকামিতা সৃষ্টির পরিবেশগত সব কারণগুলোকে Path Analysis এর মাধ্যমে তুলে ধরা হয়েছে, নিম্নে সেগুলো দেখানো হল--

ফিগার-১ হল পুরুষদের জন্য প্রযোজ্য।

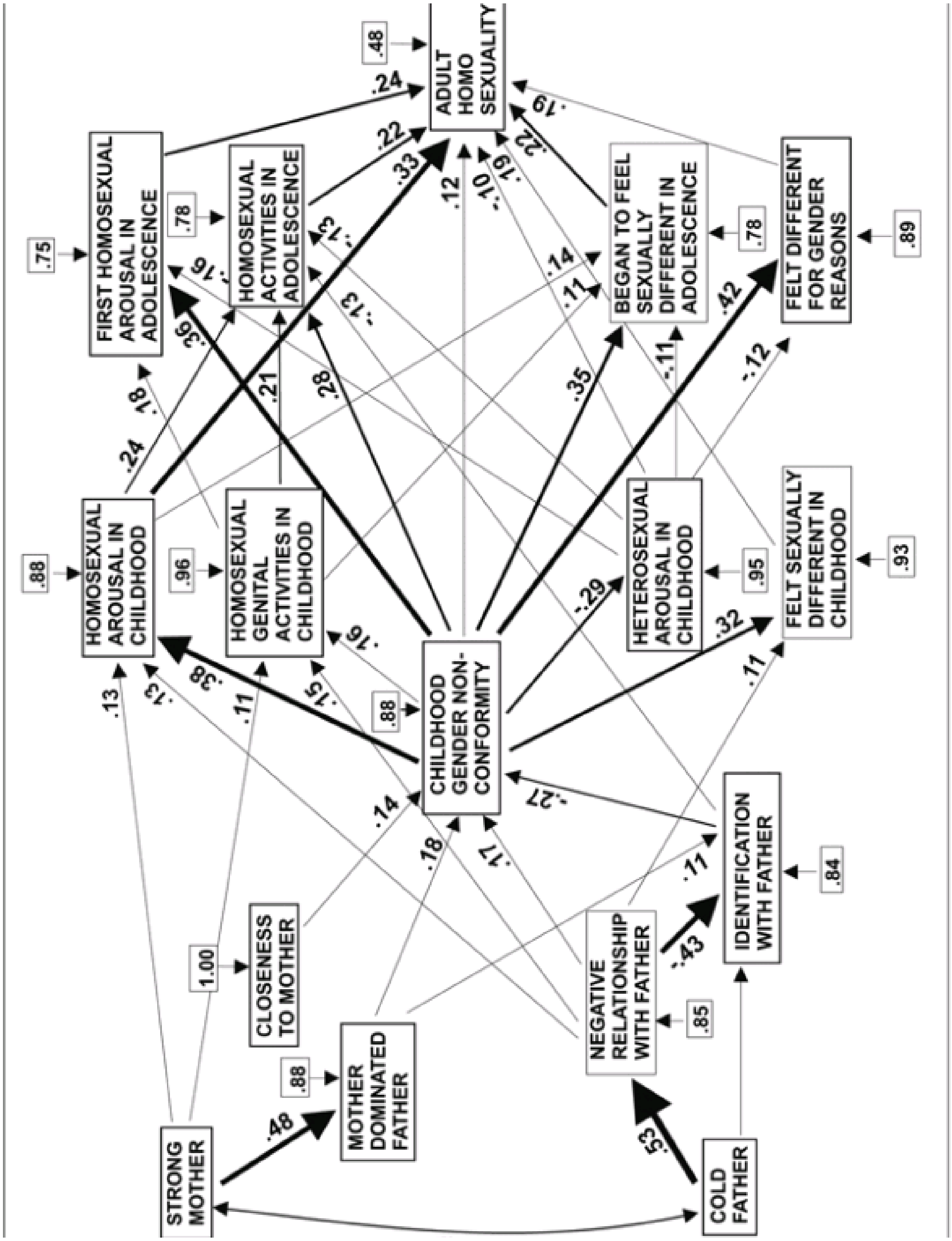

ফিগার-২ নারীদের জন্য প্রযোজ্য।

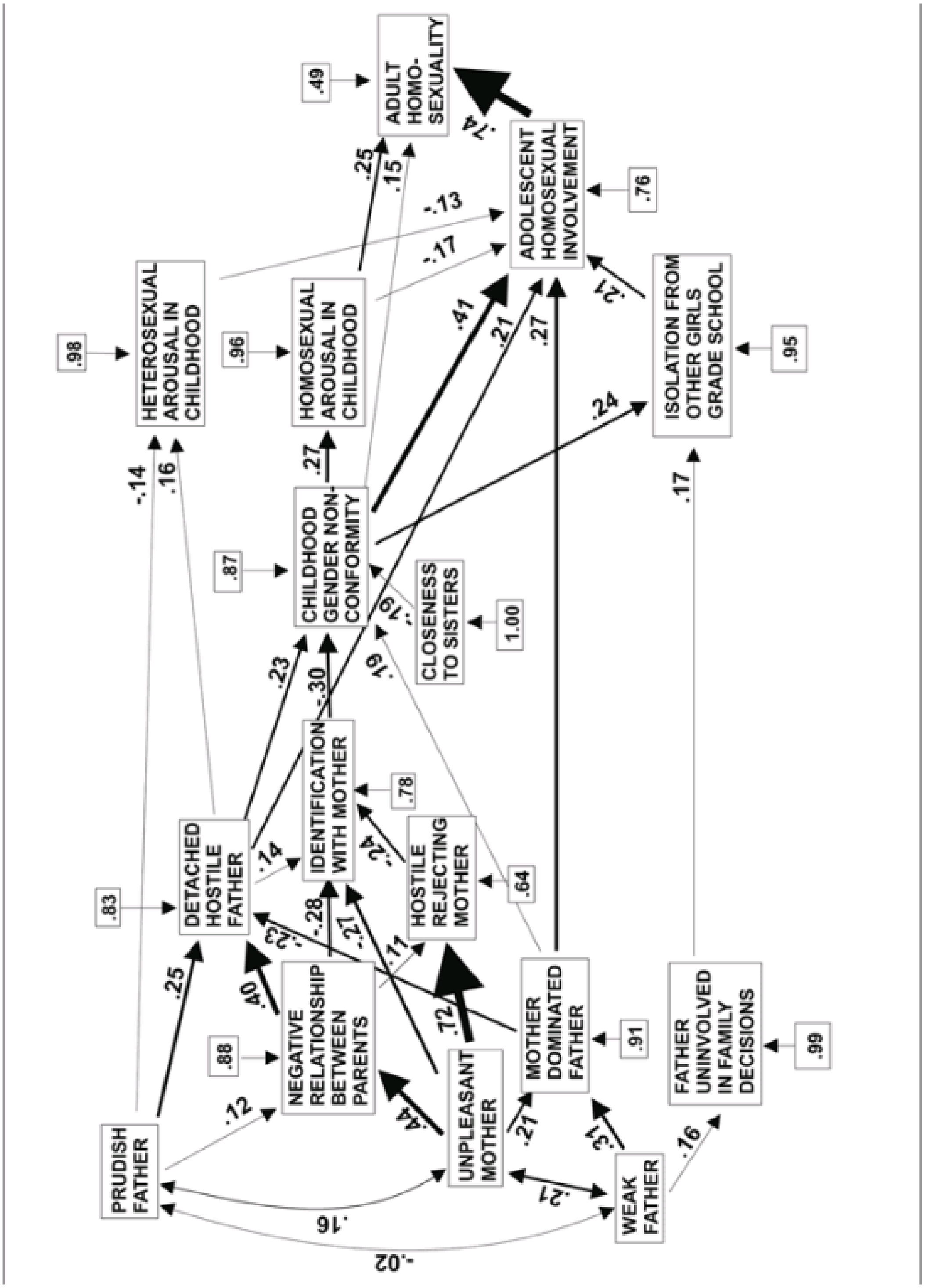

তথ্যসূত্র:-

[১]Laumann EO, Gagnon JH, Michael RT, Michaels S. 1994. The Social Organization of Sexuality. Chicago: University of Chicago Press

[২]Bell Ap, Weinberg MS, Hammersmith SK. 1981. Sexual Preference: Its Development In Men and Women (Bloomington, Indiana: Indiana university press

[৩]Bem dJ. 1996. Exotic becomes erotic: a developmental theory of sexual orientation. Psychological Review 103, 320–335

[8] drummond Kd, Bradley SJ, peterson-Badali M, Zucker KJ. 2008. A follow-up study of girls with gender identity disorder. Developmental Psychology 44, 34–45.

[৫]van Wyk pH, geist CS. 1984. psychosocial development of heterosexual, bisexual and homosexual behavior. Archives of Sexual Behavior 13, 505–544

[৬]www.covenenteyes.com

[৭]finkelhor d. 1981. The sexual abuse of boys. victimology 6, 76–84.

[৮]gundlach rH, reiss Bf. 1967. Birth order and sex of siblings in a sample of

lesbians and non lesbians. Psychological Reports 20, 61–63

[৯]purcell dW, patterson Jd, Spikes pS. 2008. Childhood sexual abuse experienced by gay and bisexual men: understanding the disparities and interventions to help eliminate them. In Unequal Opportunity. Health Disparities Affecting Gay and Bisexual Men in the United States, rJ Wolitski, r Stall, and ro valdiserri, eds. (new York: oxford university press), pp. 72–96.

[১০]Bell et al. , 175-page questionnaire

উপসংহার:-

পুরো লেখাটা যদি আপনি ভাল করে পড়ে থাকেন তাহলে নিশ্চয় এখন বুঝতে পারছেন যে সমকামিতা একটা বিকৃত যৌন আচরণ। অভিজিত রায়ের মত কিছু মিথ্যুক একে বৈধতা দেয়ার জন্য মিথ্যা কথা বলে বেড়াচ্ছে।

সমকামিতা যাতে সমাজে স্থান না পায় সেজন্য আমাদের সবার উচিত এর প্রতিবাদে অংশগ্রহণ করা এবং একে প্রতিরোধ করা।